আমার দেশ

রোববার ২৩ নভেম্বর ২০০৮, ৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৫

বৈষম্যপীড়িত উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়ন ও শিক্ষা বিস্তার

ড. এম. আজিজুর রহমান

জনাধিক্য সমস্যায় বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জনপদের অন্যতম বাংলাদেশ। জনসংখ্যার তুলনায় বদ্বীপ আকৃতির এ দেশটির আয়তন খুবই কম, মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২,৮৩,৫৫,২৬৩ জন। গত সাত বছরে এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪ কোটিতে পৌঁছেছে। উত্তরাঞ্চল বা রাজশাহী বিভাগের ভৌগোলিক আয়তন ৩৪,৪৯৫ বর্গ কি.মি.; যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৩.৪০ ভাগ। উত্তরবাংলার লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। বাংলাদেশের মোট ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৬টি অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ জেলা নিয়ে উত্তরবাংলার ব্যাপ্তি। বাংলাদেশের মোট ৮৭,৩২০টি গ্রামের মধ্যে উত্তরবাংলায় গ্রামের সংখ্যা ২৩,৩৬১, যা দেশের সমগ্র গ্রামের শতকরা ২৬.৭৫ ভাগ। বাংলাদেশে মোট পরিবারের সংখ্যা ২,৫৪,৯০,৮২২। উত্তরবাংলা তথা রাজশাহী বিভাগে মোট পরিবারের সংখ্যা ৬৬,২৭,১৪৯; যা দেশের ২৬ ভাগ। উল্লিখিত ক্ষেত্রে উত্তরবাংলা দেশের চার ভাগের এক ভাগের প্রতিনিধিত্বকারী হলেও মাথাপিছু আয় ও শিক্ষার হারের দিক থেকে উত্তরবাংলা চার ভাগের একভাগ প্রতিনিধিত্বকারী নয়। যেমন উত্তরবাংলা জনপদের মাথাপ্রতি আয় জাতীয়ভাবে মাথাপ্রতি আয়ের তিন ভাগের দু'ভাগ অর্থাৎ শতকরা ৬৭ ভাগ। দেশে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেখানে শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার খুবই কম, যা মাত্র ৬৫%, সেখানে উত্তরবাংলার শিক্ষার হার আরো কম, যা শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র। উত্তরবাংলার অনগ্রসরতার পেছনে শিক্ষার স্বল্পতা তুলনামূলকভাবে বেশি দায়ী। মানুষের গড়পড়তা আয় ও শিক্ষার হার কম থাকায় উত্তরাঞ্চল দারিদ্র্যসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ অঞ্চলে শিল্পকারখানা নেই বললেই চলে। বৈষম্যপীড়িত উত্তরবাংলার উন্নয়ন ঘটাতে হলে শিল্প উন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তার সমানতালে ঘটাতে হবে।

দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে উত্তরাঞ্চলের চর এলাকার মা ও শিশুসহ আপামর জনগোষ্ঠী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। নিকটবর্তী স্থানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালের অভাবে মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কোথাও স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সচেতনতার অভাবে অনেকে হাসপাতালমুখী হয় না। অতিসম্প্রতি এক দৈনিক পত্রিকা সূত্রে জানা যায়, উত্তরাঞ্চলের চর এলাকার প্রায় দেড় লাখ শিশু পুষ্টির অভাবে অন্ধ বা দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। পুষ্টির অভাবে আরো তিন লাখ শিশুর দৃষ্টি হারানোর উপক্রম হয়েছে। এই ভয়াবহ চিত্রের পাশাপাশি আরো উল্লেখ আছে, এ সব চর এলাকার মানুষ দারিদ্র্যের কারণে গৃহপালিত গরুর দুধ নিজের ঔরসজাত সন্তানকে না খাইয়ে বাজারে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

শিক্ষার স্বল্পতা একটি দেশকে বা দেশের একটি অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে পিছিয়ে দেয়। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে অপেক্ষাকৃত আরো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা উত্তরবাংলা। বাংলাদেশের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী লোকসংখ্যা যেখানে ৯৫০ জন, সেখানে উত্তরবাংলায় এ সংখ্যা ৯৭৮ জন। সাধারণত স্বল্পশিক্ষিত ও দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলো ঘনবসতিপূর্ণ হয়। কারণ এসব এলাকার মানুষ সন্তানদের মূলধন হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মনে করে, যত বেশি সন্তান তত বেশি আয় ও উপার্জন। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করে তারা জনাধিক্য সমস্যাকে প্রকট করে তোলে। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, সচেতনতার অভাব, নিকটবর্তী অবস্থানে স্কুল-কলেজের অভাব, নদী ও শাখা নদী বেধৌত চর এলাকার মানুষের যোগাযোগ প্রতিকূলতা ও আর্থিক অক্ষমতা ইত্যাদি কারণে অভিভাবকদের পক্ষে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। এছাড়া সমগ্র উত্তরবাংলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব কম। সারা দেশে সরকারিভাবে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হলেও দেশের এক-চতুর্থাংশ জনপদের উত্তরবাংলায় যেখানে কম পক্ষে ৭/৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকার কথা সেখানে রাজশাহী ও দিনাজপুরে রয়েছে মাত্র ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়। একে শিক্ষা বৈষম্যের একটি বড় ধরনের নজির বলে উল্লেখ করা যায়।

শিল্প উন্নয়ন : যে কোনো দেশের উন্নয়নের জন্যে শিল্প উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিল্পায়নের ফলে উৎপাদন, আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি বাড়ে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, আয় ও নিয়োগ সুবিধার সুষম বণ্টন হয়, পণ্য পরিবহনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলো সবই উন্নয়নের স্মারক বহন করে। দেশের এক-চতুর্থাংশ জনপদের উত্তরবাংলায় গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং উদ্যোক্তার অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাবে শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। তাই উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের জন্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ বিভিন্নভাবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী বা উদ্যোক্তাদের আগ্রহ বাড়াতে হবে।

উত্তরবাংলাসহ সমগ্র দেশের শিল্পায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উৎসগুলোর যথাযথ ব্যবহার অতিপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দেশব্যাপী বিদ্যুতের সুষম বণ্টনের প্রচেষ্টা দক্ষ ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হওয়া উচিত। তিতাস গ্যাসসহ সংশ্লিষ্ট গ্যাসের অনুসন্ধান, উত্তোলন প্রকল্প কার্যকর করার জন্যে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থাকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। দিনাজপুরের কয়লাখনির উৎসগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ সম্পৃক্ত জ্বালানি শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অব্যাহত গবেষণা ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রতিবেশী দেশ ভারত কয়লাখনি ব্যবহার করে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। আর বাংলাদেশে কয়লার উত্তোলন ও ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি বললেই চলে। পূর্বপরিকল্পিত পাবনার রূপপুরে আণবিক শক্তি প্রকল্পসহ বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি আণবিক শক্তি প্রকল্প প্রণয়নের কথা এই মুহূর্তে ভাবতে হবে। বর্তমান ভারত সরকার বামপন্থী বিরোধী দলের কঠোর প্রতিবন্ধকতার মুখেও গণপ্রতিনিধিদের আস্থা ভোট অর্জন করে আমেরিকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি আণবিক প্রকল্প চুক্তিতে আবদ্ধ হচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, সঠিকভাবে লবিং কৌশল চালাতে পারলে আমেরিকাসহ ইউরোপের সহায়তায় আমরা কয়েকটি আণবিক প্রকল্পের কথা ভাবতে পারি।

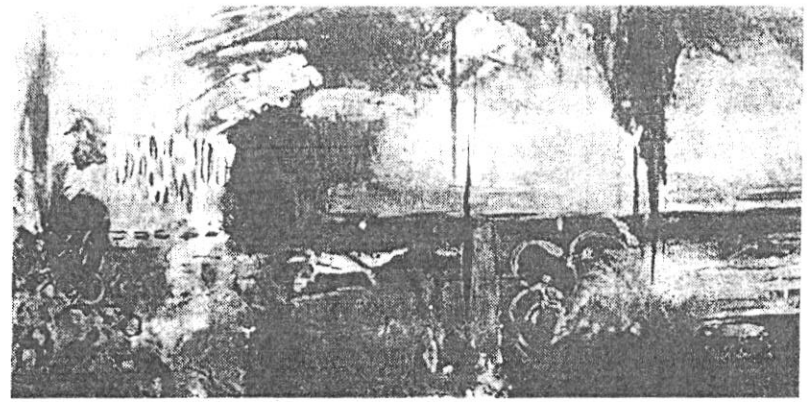

বাংলাদেশের আণবিক শক্তি প্রকল্প বাস্তবে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এ সম্ভাবনার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন মেড ইন বাংলাদেশ পোশাক ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষ সকালে ঘর থেকে বের হতে পারছে না। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ তথা বস্ত্রের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যে বাংলাদেশের সাহায্য নেয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। পোশাক শিল্পখাতে ভারত, পাকিস্তানসহ অনেক দেশই বাংলাদেশের পেছনে পড়ে আছে। নিকট ভবিষ্যতে পোশাক শিল্পে প্রথম স্থান অধিকারী চীন যখন ভারি শিল্প বিকাশে মনোনিবেশ করবে তখন বিশ্বে এক নম্বর পোশাক রফতানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উঠে আসবে। প্রতিবেশী চীন ও ভারতকেও তখন পরিধেয় কাপড়-চোপড়সহ সংশ্লিষ্ট পোশাক ক্রয়ের জন্যে বাংলাদেশে আসতে হবে। আমাদের বিশ্বাস পোশাক শিল্প রফতানি করে বাংলাদেশ ২০২০ সালের দিকে শত বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। অর্থনৈতিক যুদ্ধে সম্ভাব্য বিজয়ী দেশ যেমন চীন, জাপান ও ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার স্বার্থে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর জন্যে সুলভমূল্যে দক্ষ ও অর্ধদক্ষ এবং পরিশ্রমী শ্রমিক প্রাপ্তির জন্যে বাংলাদেশ একটি স্ট্র্যাটেজিক ভূমি। ১৪০ মিলিয়ন জনপদের বাংলাদেশ শত বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকল্পে পশ্চিমা দেশগুলোতে সরবরাহকৃত শ্রমিক এবং বস্ত্রসামগ্রী তাদের দুটি বিশেষ মৌলিক চাহিদা পরিপূরণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ উপাদানগুলো অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে সহায়ক শক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ কারণে জাপান, চীন ও ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক যুদ্ধে লিপ্ত হতে গেলে পশ্চিমা দেশগুলোকে বাংলাদেশের শরণাপন্ন হতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, মংলা বন্দরের উন্নয়ন, নেপালে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি করার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে আমরা যেমন প্রতিবেশী ভারতের সহযোগিতা প্রত্যাশা করি, একইভাবে কয়েকটি আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রণয়নে আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকেও যথেষ্ট সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। এশিয়া মহাদেশের বার্মায় গ্যাসের বিপুল ক্ষেত্র রয়েছে। প্রতিবেশী বার্মা থেকে সহজে ও স্বল্পখরচে গ্যাস আমদানির কথা আমরা ভাবতে পারি। উত্তরবাংলাসহ সমগ্র দেশে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করে রংপুর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা এবং প্রস্তাবিত ইপিজেড এলাকা যেমন সৈয়দপুর ও নীলফামারীতে গ্যাস সরবরাহ করতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার্থে যমুনা ব্রিজ থেকে বগুড়া পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন করা জরুরি।

ওপরের আলোচনা থেকে সংক্ষেপে যা পাওয়া যায় তা হলো গ্যাস, বিদ্যুৎ ও উদ্যোক্তার অভাব, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি অবকাঠামোগত উপকরণের অভাবজনিত কারণে উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়ন হয়নি বললেই চলে। কৃষিপ্রধান উত্তরাঞ্চলের কৃষককুলের দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ফসলহানি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, যোগাযোগ ও সচেতনতার অভাব, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিয়োগ সুবিধার অভাব ইত্যাদি কারণবশত শিক্ষা ক্ষেত্রে উত্তরাঞ্চল অনেক বেশি পিছিয়ে। অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়ন ও শিক্ষা বিস্তারের প্রেক্ষিতে দেশবাসী ও সরকারের মন-মানসিকতার ব্যাপক পরিবর্তন, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি, এনজিও গোষ্ঠীর মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধা এবং সংক্ষেপে উত্তরবাংলার শিল্পায়ন ও শিক্ষা বিস্তারে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও প্রত্যন্ত এলাকায় অধিক সংখ্যক এনজিওসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এর শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি করে ফলপ্রসূ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ সমান ও সমান্তরালভাবে নিতে হবে।

লেখক : *চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল*